‘নির্বাচনে জয়লাভ করলে দেশের থানাগুলোকে পৌরসভা করা হবে। প্রতিটি ইউনিয়নের মানুষ যেন শহরের সুযোগ পায় তার ব্যবস্থা করা হবে। ক্ষমতায় গেলে আওয়ামী লীগ কোরআন ও সুন্নাহ পরিপন্থী কোনো আইন প্রণয়ন করবে না। শেখ হাসিনা বলেন, আমি চাই না দল কোনো নেতা-কর্মীর বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিক। কেউ দল থেকে হারিয়ে যাক’

—— **শেখ হাসিনা**

শেখ হাসিনার সফরসঙ্গী হিসেবে ছিলেন সাপ্তাহিক ২০০০ প্রতিনিধি **আসাদুর রহমান**
ছবি: **আনোয়ার মজুমদার**

স্পট : বরিশাল

শেখ হাসিনার নির্বাচনী সফর

১০.০০ : বরিশাল বিমান বন্দর। চারপাশে শহরের আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ ঘোরাফেরা করছে। এদের মধ্যে প্রাক্তন মন্ত্রী, সংসদ সদস্যও রয়েছেন। নেত্রী শেখ হাসিনাকে অভ্যর্থনা জানাতে এসেছেন তারা। শেখ হাসিনা আজ বরিশাল, পটুয়াখালী ও বরগুনা এলাকায় তার নির্বাচনী প্রচারাভিযান ও জনসংযোগে অংশ নেবেন। বরগুনা-৩ আসন হতে শেখ হাসিনা নিজেই প্রার্থী হওয়ায় আজকের প্রচারাভিযান অন্যান্য প্রচারণার তুলনায় গুরুত্বপূর্ণ।

১০.২০ : শেখ হাসিনাকে নিয়ে জিএমজি এয়ারলাইন্সের ফ্লাইটটি বরিশালে পৌঁছানোর কথা সকাল ৯টায়। কিন্তু এখনও এসে পৌঁছায়নি। আওয়ামী নেতৃবৃন্দ সবার মধ্যে টেনশন, নেত্রী কখন এসে পৌঁছান। তাদের একজন ফায়জুল হক। তিনি সপ্তম জাতীয় সংসদের বরিশালের এমপি ছিলেন। বিশাল শরীরের অধিকারী ফায়জুল হক তার চিরাচরিত সাদা পায়জামা-পাঞ্জাবি পরে নেত্রীকে স্বাগত জানাতে এসেছেন। কথা প্রসঙ্গে জানালেন, এবারের নির্বাচনে অস্ত্র আর অর্থ মূল বিষয় হিসেবে গুরুত্ব পাচ্ছে। তবে তিনি অস্ত্র, অর্থে বিশ্বাসী নন। এবারের নির্বাচনে বিজয়ী হবার বিষয়ে তিনি একশ’ ভাগ নিশ্চিত।

১০.৩০ : শেখ হাসিনাকে বহনকারী জিএমজি এয়ারলাইন্সের বিমানটি বরিশাল বিমান বন্দরে এসে দাঁড়ালো। নেত্রীকে অভ্যর্থনা জানাতে সবার মধ্যে তৎপরতা শুরু হয়ে গেল। কে নেত্রীর সামনে আগে দাঁড়াবে তার প্রতিযোগিতা চলছে নেতাদের মধ্যে।

স্পিডবোটে শেখ হাসিনা আসছেন... নেত্রীর জন্য জনগণের প্রতীক্ষা

সবাই এয়ারপোর্টের ভেতর ঢুকতে চাচ্ছে। কিন্তু নিরাপত্তা কর্মীরা এসএসএফ-এর অনুমতি ছাড়া কাউকেই ঢুকতে দিচ্ছে না। ব্যাপারটি খুব একটা মনঃপুত হয়নি নেতাদের। অনেকের চোখে-মুখে ক্ষোভও প্রকাশ পাচ্ছে ।

শেখ হাসিনা ঢুকে গেলেন ভিআইপি লাউঞ্জে। অভ্যর্থনাকারীদের ধাক্কাধাক্কিতে লাউঞ্জের কাচের দরজার একাংশ বিকট শব্দে ভেঙে পড়লো।

১০.৪৫ : নির্মাণাধীন দোয়ারিকা-শিকারপুর এপ্রোচ রোডের পাশে বিশাল এক মাঠে জনসভার আয়োজন করা হয়েছে। রাস্তার দু-পাশ হতে মিছিল এসে জড়ো হচ্ছে ভাষণ শোনার জন্যে। শেখ হাসিনা স্টেজে বসে নির্বাচনী ইশতেহার পড়ছেন। আওয়ামী নেতৃবৃন্দ কেউ দাঁড়িয়ে কেউ বসে শুনছেন নেত্রীর কথা। বাবুগঞ্জ বরিশাল-২ আসন। এই আসন হতে এবার নৌকা প্রতীক নিয়ে নির্বাচনী যুদ্ধে নেমেছেন সাবেক চীফ হুইপ আবুল হাসানাত আব্দুল্লাহ।

বাবুগঞ্জের জনসভায় হাসনাত আব্দুল্লাহর উপহার- ফুলেল নৌকা শেখ হাসিনার, পাশে আমির হোসেন আমু

১০.৫০ : কেদারপুর ইউনিয়নের মোঃ ফরিদ উদ্দিন পেশায় একজন কৃষক। ৬/৭ মাইলে পথ হেঁটে তিনি জনসভায় উপস্থিত হয়েছেন। আবুল হাসানাত আব্দুল্লাহ সম্পর্কে তিনি বললেন, আবদুল্লাহ লোক হিসেবে ভালো। তিনি এলাকায় কম আসলেও সাবেক শিক্ষা সচিব সিরাজ উদ্দিন নিয়মিত এলাকায় আসেন। যোগাযোগ রাখেন। মোঃ ফরিদ উদ্দিন জানায়, এই আসন হতে ঐক্যজোটের হিরণ আব্দুল্লাহ্‌র সাথে কোনোভাবেই পেরে উঠতে পারবে না।

জয় বাংলা, বাংলার জয়- এবারের নির্বাচনে নৌকার হবে জয়

১০.৫৫ : শেখ হাসিনার ভাষণ শুনতে জনসভায় মানুষ ধীরে ধীরে বেড়ে চলেছে। চাঁদপাশা ইউনিয়নের মিজানুর রহমান এইমাত্র জনসভায় এসে উপস্থিত হলেন। তিনি ৫ বছর পর কিছুদিন আগে বিদেশ হতে দেশে ফিরেছেন।

১১.০০ : ভাষণ দিতে শেখ হাসিনা মাইকের সামনে এলেন। ভাষণে তিনি জানান, আগামী নির্বাচনে আওয়ামী লীগ পাস করলে বরিশালকে খাদ্য ভান্ডারে পরিণত করা হবে। গত সরকারের সফলতা তুলে ধরতে গিয়ে তিনি কর্মসংস্থান ব্যাংক, কমিউনিটি হেলথ সেন্টারের কথা তুলে ধরলেন। বরিশালে উন্নয়ন সম্পর্কে শেখ হাসিনা বললেন, এই এলাকায় এত কিছু করেছি, কোনটা রেখে কোনটা বলব, কত বলবো।

১১.২০ : বাবুগঞ্জের জনসভা শেষ হয়েছে। সাংবাদিক বহনকারী তিনটি মাইক্রোবাস শেখ হাসিনার গাড়ির বহরে যুক্ত হয়েছে। সাইরেন বাজিয়ে প্রায় ২০/২৫টি গাড়ি ঝড়ের গতিতে ছুটছে। বহরটি রওনা হয়েছে বরগুনার উদ্দেশ্যে। বরিশাল-বরগুনা সড়ক পথের দু'পাশে লোকজন দাঁড়িয়ে আছে শেখ হাসিনাকে অভ্যর্থনা জানাতে।

১১.৩০: আমাদের গাড়ির বহরটি বরিশাল শহরের সাগরদী বাজার এলাকা দিয়ে ছুটে চলছে। লোকজন রাস্তার দু'পাশে দাঁড়িয়ে হাত নাড়িয়ে শেখ হাসিনাকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছে।

১২.০০: দপদপিয়া ফেরিঘাট, বোয়ালিয়া বাজার পার হয়ে শেখ হাসিনা গাড়ির বহর বাকেরগঞ্জ এলাকায় চলে এসেছে। বাকেরগঞ্জে সরকারি কলেজ মাঠে আজ সন্ধ্যা সাড়ে ৬টায় জনসভা থাকলেও এখন হতেই কলেজ গেটের সম্মুখে অসংখ্য লোক দাঁড়ানো।

১২.১৫ : লেবুখালী ফেরিঘাট এলাকা এ পার হতেই দেখা যাচ্ছে ঐ পারে প্রচুর লোকজন দাঁড়িয়ে। শেখ হাসিনার এখানে কোনো জনসভায় করার কথা নয়। শুধুমাত্র নেত্রীকে দেখার জন্যে ফেরিঘাটে এই লোক সমাগম। কলেজের ছাত্র মোঃ মিজানুর রহমান আমাদের সাথে ফেরি পার হচ্ছেন। তিনি পটুয়াখালী-১ আসনের বাসিন্দা। জানালেন, এই আসন হতে আওয়ামী লীগ প্রার্থী অ্যাডভোকেট শাহজাহান মিয়ার বিজয়ী হবার সম্ভাবনা বেশি।

১.১০ : বরগুনা জেলায় আমতলী ফেরিঘাট, শেখ হাসিনার পরবর্তী নির্বাচনী

ভোট যুদ্ধের কৌশল নিয়ে নেত্রীর সঙ্গে আলোচনারত পটুয়াখালীর নেতৃবৃন্দ

জনসভা তালতলী এলাকায়। আমতলী ও তালতলী এলাকা নিয়ে বরগুনা-৩ আসন। এই আসনে এবারের নির্বাচনে প্রার্থী ছিলেন মজিবুর রহমান। তিনি আগে কয়েকবার সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন। হঠাৎ তার মৃত্যুতে শেখ হাসিনা নিজেই এই আসনের প্রার্থী হয়েছেন। আমতলী ফেরিঘাট হতে স্পিডবোটে করে শেখ হাসিনা ও কয়েকজন সাংবাদিক রওনা হলেন তালতলীর উদ্দেশে।

বিমানবন্দরে নেত্রীকে নিতে এসেছেন আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ

২.০০ : পয়রা নদী দিয়ে শেখ হাসিনার স্পিডবোট ছুটে চলেছে। নদীতে প্রচন্ড স্রোত। আমাদের স্পিডবোট-চালক জানালেন, আমরা সমুদ্রের খুবই কাছাকাছি পৌঁছে গেছি।

২.২০ : নদীর তীরে বিশাল লোক সমাগম হয়েছে। নদীতে নৌকা নিয়েও অনেকে এসেছেন তাদের নেত্রীকে দেখার জন্যে। তীরের অনেকেই নদীর হাঁটু পানিতে নেমে এসেছেন শেখ হাসিনাকে স্বাগত জানাতে, বিপুল সংখ্যক লোকজন চারপাশে দাঁড়িয়ে। এদের কেউ হাত নাড়িয়ে, স্লোগান দিয়ে, গানের তালে নেচে তাদের নেত্রীকে স্বাগত জানাচ্ছেন। শেখ হাসিনাও বারবার হাত তুলে তাদের শুভেচ্ছার জবাব দিচ্ছেন।

২.৪০ : তালতলী হাই স্কুলে মাঠে তিল ধারণের জায়গাটুকু এখন আর খালি নেই। চারদিকে শুধু মানুষ আর মানুষ। মুহুর্মুহু স্লোগান আর হাততালিতে সরগরম চারপাশ। শেখ হাসিনা ভাষণ দিতে উঠে দাঁড়ালেন। তিনি বললেন, টুঙ্গিপাড়া থেকে বরগুনা খুব একটা দূরে নয়। তাই এই আসন থেকে আমি প্রার্থী হয়েছি। এ এলাকায় আমি বারবার আসতে চেয়েছি। কিন্তু নদীর উত্তাল ঢেউ-এর জন্যে আসতে পারিনি। আমার উচিত ছিলো ঘরে ঘরে গিয়ে ভোট চাওয়া, কিন্তু আমার কেউ নেই। তাই আমার ভোটের জন্যে আপনাদের রেখে গেলাম। আগামী নির্বাচনে আওয়ামী লীগ বিজয়ী হলে তালতলী ও সোনাকাটাকে পর্যটন কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলার প্রতিশ্রুতি দিলেন শেখ হাসিনা।

৩.০০ : দেশের সর্ব দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলীয় জেলা বরগুনার তালতলী থানাটি এখনও অনেক অনুন্নত, আদিবাসী রাখাইন অধ্যুষিত এই এলাকাটির বাড়িঘর, চারপাশের পরিবেশ দেখলে সহজেই বোঝা যায়, দেশের অন্যান্য স্থানের মত উন্নয়নের ছোঁয়া এই ছোট্ট থানাটিতে এখনও লাগেনি।

আদিবাসী রাখাইন সম্প্রদায়ের মেয়েরা শেখ হাসিনাকে স্বাগত জানাতে তাদের নিজস্ব সাংস্কৃতিক সাজে সেজে এসেছে। তারা শেখ হাসিনার জন্য পিঠা ও একটি চাদর উপহার দিল। চাদরটি রাখাইন মহিলাদের হাতে তৈরি।

৪.০০ : দুপুরের খাবারের জন্যে শেখ হাসিনার নির্বাচনী বহর তালতলীতে অতিরিক্ত এক ঘন্টা দাঁড়ালো। স্পিডবোটে করে শেখ হাসিনা এবার রওনা হলেন বরগুনা শহরের উদ্দেশে। শেখ হাসিনা আসার পূর্বেই আমরা বরগুনা শহরে পৌঁছে গেলাম।

৪.৩০ : 'এই আসনে এবার কঠিন নির্বাচন হবে। দেলাওয়ার হোসেন শম্ভুকে হয়তো ধরা খাইয়ে দিতে পারে' কথাগুলো বললেন কলেজ ছাত্র মিল্টন, খলিল আর আলমগীর। আওয়ামী লীগ নেতা দেলোয়ার হোসেন এবার বরগুনা সদর আসন থেকে নির্বাচন করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু দল তাকে না দিয়ে গতবারের নির্বাচিত ধীরেন্দ্র দেবনাথ শম্ভুকে এবারের নির্বাচনে নমিনেশন দেয়ায়

এবারের নির্বাচনে নারীরাও পিছিয়ে নেই, শেখ হাসিনার জনসভায় প্রচুর নারীর সমাগম ঘটে

দেলাওয়ার হোসেন বিদ্রোহী হয়ে ওঠেন। তিনি বরগুনা সদর আসন হতে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে নির্বাচনে অংশ নিচ্ছেন আর এ কারণে বরগুনা শহরে আইন-শৃংখলা পরিস্থিতির দ্রুত অবনতি ঘটছে বলে জানালেন বরগুনা শহরের কলেজ ছাত্র মাসুম।

দেলাওয়ার হোসেনের জনপ্রিয়তার কারণ জানতে চাইলে মাসুমের বন্ধু পিন্টু জানান, দরিদ্র শ্রেণীর মানুষের কাছে দেলাওয়ার হোসেনের জনপ্রিয়তা অধিক, আর এ এলাকায় অধিকাংশ মানুষ দরিদ্র। ধীরেন্দ্র দেবনাথ শম্ভু'র গত পাঁচ বছরের উন্নয়ন কার্যক্রম সম্পর্কে জানতে চাইলে পিন্টু বলেন, বরগুনা শহরের উন্নয়ন হয়েছে নিঃসন্দেহে কিন্তু সাধারণ মানুষের প্রত্যাশা অনুযায়ী হয়নি।

প্রচন্ড রোদ উপেক্ষা করে দলীয় কর্মী সমর্থকরা নেত্রীর ভাষণ শুনছেন

নির্বাচনী প্রচারণায় এক ফাঁকে বিশ্রামরত শেখ হাসিনা

৫.০০ : দুপুর ৩টায় শেখ হাসিনার বরগুনা শহরে পৌঁছানোর কথা থাকলেও এখনও তিনি সভাস্থলে এসে পৌঁছাতে পারেননি। কিন্তু শেখ হাসিনার সভাস্থল বরগুনা জেলা স্কুল মাঠটিতে এখন তার তিল ধরণের জায়গা নেই, লক্ষ মানুষের স্রোতে ভেসে যাচ্ছে জেলা স্কুলের মাঠটি। এরপরও বিভিন্ন দিক থেকে সভাস্থলের উদ্দেশে মিছিল আসছে। মাঠে জায়গা না হওয়ায় রাস্তার উপরই মিছিলের লোকজন দাঁড়িয়ে পড়ছে। এই জনসভায় বিপুল সংখ্যক মহিলার আগমন ঘটেছে। স্কুলের ৪টি তলা মহিলাদের জন্যে নির্ধারিত। সেখানেও সমান্যতম জায়গা নেই। সবাই অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে। কখন তাদের নেত্রী আসবেন।

৫.২০ : শেখ হাসিনার নিরাপত্তা বাহিনী এসএসএফ-এর নিরাপত্তা বাড়াবাড়ি এখন চরম পর্যায়ে পৌঁছেছে। পরিচয় না জেনেই ধাক্কা দিয়ে স্টেজের সামনে থেকে লোকজন সরিয়ে দিচ্ছে। অনেক অনুরোধের পর ফটো-গ্রাফারদের স্টেজের ওপর উঠে ছবি তুলতে সুযোগ দিল তারা। রিপোর্টারদের স্টেজের কাছে যাওয়াই একেবারের নিষিদ্ধ।

ছাত্রলীগ নেতা আজমল হুদা মিঠু এসএসএফ-এর কারণে স্টেজের অনেক দূর দাঁড়িয়ে আছেন। পাতি নেতাদের স্টেজের ধারেকাছেও আসতে দেয়া হচ্ছে না। কথা হলো মিঠুর সঙ্গে।

: সম্ভু এলাকার জনগণকে কি কি প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন?

: তিনি এখনও কোনো প্রতিশ্রুতি দেননি, তবে কর্মী সভায় বলেছেন, নির্বাচনে জয়লাভ করলে বরগুনাকে তৃতীয় সামদ্রিক বন্দরে পরিণত করা হবে।

৫.৩৫ : হালুটিয়ার (কৃষক) কাজ করেন আশরাফ আলী গাজী। বেতাগী থানার ৪ নং মোকামিয়া ইউনিয়নের বাসিন্দা তিনি। মোকামিয়া এলাকার ছাত্রলীগ কর্মীরা তাকে জনসভায় এনেছে। সকাল ৮টায় তিনি সামান্য পান্তাভাত খেয়ে জনসভার উদ্দেশে রওনা হয়েছিলেন। শুরুতে তাকে আওয়ামী লীগ কর্মীরা বলেছিল টাকা দেবে, দুপুরে খাওয়াবে কিন্তু এখানে আসার পর তিনি কাউকেই খুঁজে পাচ্ছেন না।

৫.৪৫ : শেখ হাসিনা সভাস্থলে এসে পৌঁছালেন। চারদিকে স্লোগান। মাইকেও স্লোগান দেয়া হচ্ছে,

হা-হা - শেখ হাসিনা

হো- হো- শেখ হাসিনা

'শেখ হাসিনার আগমন শুভেচ্ছা স্বাগতম'

লোকজন তাদের নেত্রীকে এক নজর দেখার জন্যে সভাস্থলের উদ্দেশে ছুটে চলেছে।

৫.৫০ : শেখ হাসিনা ভাষণ দিতে উঠে দাঁড়ালেন। বিপুল করতালি আর স্লোগানের মধ্য দিয়ে হাসিনা তার ভাষণে বলেন, নির্বাচনে জয়লাভ করলে দেশের থানাগুলোকে পৌরসভা করা হবে। প্রতিটি ইউনিয়নের মানুষ যেন শহরের সুযোগ পায় তার ব্যবস্থা করা হবে। ক্ষমতায় গেলে আওয়ামী লীগ কোরআন ও সুন্নাহ পরিপন্থী কোনো আইন প্রণয়ন করবে না। শেখ হাসিনা বিদ্রোহী প্রার্থীর প্রতি হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, আমি চাই না দল কোনো নেতা-কর্মীর বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিক। কেউ দল থেকে হারিয়ে যাক।

৭.১৫ : বরগুনার আমতলী এলাকা। এলাকাটি মহিষকাটা বাজার নামে পরিচিত। আমতলী শেখ হাসিনার নিজের নির্বাচনী এলাকা। এখানে তিনি জনসভায় ভাষণ দেবেন এবং এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিদের সাথে মতবিনিময় সভায় যোগ দেবেন। সাংবাদিকদের সভাস্থলে পৌঁছানোর আগেই শেখ হাসিনা তার বক্তব্য শুরু করে দিয়েছেন। জনসভা বেলা ৩টায় হওয়ার কথা ছিল। আমতলীর জনসভায় প্রচুর লোকজনের সমাগম ঘটেছে। সরু রাস্তা আর সন্ধ্যা হয়ে যাবার কারণে আমরা সভাস্থল খুঁজে পেলাম না।

মানুষের স্রোতে সামনে আগানো কঠিন বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। শেখ হাসিনার ভাষণ শোনা যাচ্ছে। 'প্রতিটি উপজেলায় ডিজিটাল ফোনের ব্যবস্থা করা হবে। হিন্দুদের অর্পিত সম্পত্তি আইন বাতিল করা হবে। বাবার মত বুকের রক্ত দিয়ে আমি আপনাদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করবো।'

৯.০০ : আমতলী জনসভা শেষে শেখ হাসিনা মতবিনিময় সভায় অংশ নিয়েছেন। সাংবাদিকদের গাড়িগুলো হাসিনার বহর ছেড়ে পটুয়াখালী শহরে চলে এসেছে। শহরের PDS মাঠে জনসভার আয়োজন করা হয়েছে। PDS মাঠের চারদিকে সরকারি স্টাফ কোয়ার্টার। শহরের বিভিন্ন শ্রেণীর লোক জনসভায় এসেছে। এত রাতেও তারা তাদের নেত্রীকে দেখার জন্যে বসে আছেন। এত রাতে যে বিপুল সংখ্যক মহিলা জনসভায় উপস্থিত আছেন তা চোখে পড়ার মত। এখনও প্রায় ১০ হাজার মহিলা জনসভায় উপস্থিত আছেন। সভায় যোগ দিতে আসা মানুষের ধাক্কাধাক্কি শুরু হয়েছে। সবাই স্টেজের কাছে চলে আসতে চায়। নিরাপত্তাকর্মীরা এ মুহূর্তে খুবই তৎপর। এসএসএফের সদস্যরা কাউকেই স্টেজের কাছে ঘেঁষতে দিচ্ছে না।

কৃষক শ্রমিক বাঁধো জোট, নৌকা মার্কায় দাও ভোট

৯.০৫ : স্টেজ থেকে নেমে এলেন পটুয়াখালী-২ আসনের প্রাক্তন এমপি আ স ম ফিরোজ। নেত্রীকে স্বাগত জানাতে তিনি আজ সকাল হতেই তৎপর। গুটি গুটি পায়ে আ স ম ফিরোজ পায়চারী করছেন আর রাস্তার দিকে বারবার তাকাচ্ছেন কখন নেত্রী আসে। এগিয়ে গিয়ে তার কাছে জানতে চাইলাম–

: গত পাঁচ বছরে এলাকার জন্যে কি কাজ করেছেন?

: বাউফল বন্দরকে পৌরসভায় উন্নীত করেছি। ৮৭০টি ব্রিজ, কালভার্ট, ৩০০ কি.মি. পাকা রাস্তা করেছি।

: এমন একটি প্রতিশ্রুতির কথা বলুন যা গত নির্বাচনে দিয়েও পূরণ করতে পারেননি।

: আমি প্রতিশ্রুতির নির্বাচন করি না।

আসম ফিরোজ বললেন বেশি আগে থেকেই দেশে আর্মি নামানোর চিন্তা করা হচ্ছে। নির্বাচনের ৫/৭ দিন আগে আর্মি নামালেই চলবে।

৯.২৫ : শেখ হাসিনা সভাস্থলে এসে পৌঁছলেন। চারদিক স্লোগানে মুখরিত হয়ে উঠলো। কুরআন তেলওয়াতের মাধ্যমে সভার কার্যক্রম শুরু হলো। সভার অধিকাংশ লোক চুপচাপ দাঁড়িয়ে নেত্রীর ভাষণ শোনার অপেক্ষায় আছে। শেখ হাসিনা পটুয়াখালীর বিভিন্ন আসন হতে নির্বাচনে অংশ নেয়া প্রার্থীদের পরিচয় করিয়ে দিলেন। তিনি তার ভাষণ শুরু করেছেন। বারবার স্লোগানে শেখ হাসিনা বিরক্ত হলেন। মাইকেই তিনি তার কর্মীদের মৃদু ধমক লাগালেন। শেখ হাসিনা তার ভাষণে বললেন, পাঁচ বছরে পটুয়াখালীতে যে উন্নয়ন হয়েছে তা বেশিই হয়েছে বলে তিনি মনে করেন। তিনি দাবি করলেন, বিএনপি ৪০ লক্ষ মেট্রিক টন খাদ্য ঘাটতি রেখে যাওয়ার পর তার সরকার ক্ষমতা থেকে সরে আসার সময় দেশে ২৫ লক্ষ মেট্রিক টন খাদ্য উদ্বৃত্ত ছিল।' ভাষণ শেষে তিনি জনসভায় উপস্থিত লোকজন নিয়ে স্লোগান দিয়ে উঠলেন–

'কিসের ঐক্য কিসের জোট
এবার দিব নৌকায় ভোট'

মাইকে শেখ হাসিনা স্লোগানের প্রথম লাইন বলছেন, আর উপস্থিত জনতা সমস্বরে বাকি লাইনটি বলে যাচ্ছে।

১২.০০: বরিশাল শহরের রুপাতলী বাস-স্ট্যান্ড। সাংবাদিকদের গাড়িগুলো শেখ হাসিনার বহর ফেলে বরিশাল শহরে চলে এসেছে। বাকেরগঞ্জে পথসভা শেষে শেখ হাসিনা এই জনসভায় অংশ নেবেন। এই আসন হতে গতবারের এমপি বিএনপি'র মজিবুর রহমান সরোয়ার। শওকত হোসেন হিরণ এই সদর আসন থেকে আওয়ামী লীগের হয়ে এবার নির্বাচনে অংশ নিচ্ছেন।

বিকেল ৫টা থেকে শেখ হাসিনাকে একনজর দেখার জন্য রিকশাওয়ালা মনসুর এখানে দাঁড়িয়ে আছেন। দুপুরের পর থেকে তার রিকশা চালানো হয়নি। মনসুর জানালেন, বরিশাল শহরে বিএনপি'র জনপ্রিয়তা বেশি। এখানে আওয়ামী লীগ তেমন একটা সুবিধা করতে পারবে না।

১২.১০ : এসএসএফের সদস্যরা সভাস্থলে এসে পৌঁছেছে, সঙ্গে সঙ্গে শুরু হলো নিরাপত্তার বাড়াবাড়ি। লোকজনকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিচ্ছে। ধাক্কা খেয়ে ছিটকে পড়লেন কয়েকজন।

১২.৫০ : শেখ হাসিনা সভাস্থলে এসে পৌঁছালেন, চারদিকে স্লোগান শুরু হলেও এখানেও তিনি ধমক দিয়ে স্লোগান বন্ধ করে দিলেন। বাসস্ট্যান্ডের আশপাশে বিভিন্ন বাড়ি, দোকানের ছাদ মানুষে পূর্ণ। আশপাশের বাড়িগুলোর প্রতিটিতে লাইট জ্বলছে। কোনো বাড়িতেই ঘুম নেই। সবাই নেত্রীকে একনজর দেখার জন্যে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে।

১২.৫৫ : শেখ হাসিনা আজকে তার শেষ নির্বাচনী ভাষণ শুরু করেছেন। 'খালেদা জিয়া যা বলে তত্ত্বাবধায়ক সরকার সেভাবেই চলে। কেয়ারটেকার এখন চেয়ারটেকারে পরিণত হতে যাচ্ছে।' হাসিনার কথা শুনে জনসভার সবাই হেসে উঠলেন। শেখ হাসিনা বললেন, 'খালেদা জিয়া প্রধান উপদেষ্টাকে রাষ্ট্রপতি বানাতে চান। প্রধান উপদেষ্টাকে তিনি রাষ্ট্রপতি না কোন পতি বানাবেন আল্লাহই জানে।' চারদিকে আবারো হাসির রোল শুরু হলো। শেখ হাসিনার নিরাপত্তায় নিয়োজিত এসএসএফের সদস্যরাও হাসছেন।

১.৩০ : সারাদিনের হাড়ভাঙা খাটুনিতে সাংবাদিকদের অনেকেই দুর্বল হয়ে পড়েছেন। তাছাড়া ক্ষুধায় কাতর প্রত্যেকে, দুপুরের খাবারের পর এখনও তাদের কোন খাবার দেয়া হয়নি। সবার সাথে আমরাও রাতের খাবারের উদ্দেশ্যে শহরের দিকে রওনা হলাম।